হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি.....

আ. আ. গীফারি*
৭-১২-০৬

শ্রদ্ধেয় পাঠক, আসছে নির্বাচন। বাঙলাদেশের পয়ত্রিশ-ছয়ত্রিশ বছরের ইতিহাসে ২০০৭ সালের নির্বাচন স-ব-চে-য়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। গুরুত্বপূর্ণ নানা কারণেই। কারণগুলো আপনি অবশ্যই জানেন। এই অতিগুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন, যা শুধুমাত্র আমাদের বাঙালিজাতিস্বত্তার স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য নয়, বরং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি তিল পরিমাণ হলেও টিকিয়ে রাখার জন্যে। বিগত ২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সালে দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে, সংখ্যালঘুদের ভিটেমাটি ছাড়া করে, প্রগতিশীল লেখক-শিল্পী-সংস্কৃতিকর্মী-রাজনীতিবিদদের হত্যা-নির্যাতন-মামলা-মোকদ্দমা দিয়ে ফাঁসিয়ে, ইসলামি মৌলবাদের ডামাডোল বাজিয়ে একাত্তরের কুখ্যাত ঘাতক-দালাল জামায়াতে ইসলামি, ইসলামি ঐক্যজোটের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে বিএনপি সরকার পাঁচটি বছর অতিক্রম করেছে। আজকে, আমি এখানে বিগত সরকারের সালতামামি লেখতে বসি নি। আমার বিশ্বাস, আপনারা সবাই তা হাড়ে-হাড়ে অবগত আছেন। আমি শুধু কয়েকটি পুরনো সত্য কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি। আশা করি, আপনারা বিরাগ ভাজন হবেন না।

আমাদের জাতীয় জীবনে "*একাত্তর*" একটি স্বর্ণযুগ। সৌভাগ্যের পাশাপাশি দুর্ভাগ্যের। সৌভাগ্যের এই কারণে যে, বাঙলাদেশের সাত কোটি জনগণের মধ্যে প্রায় সবাই একত্রিত হয়ে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার পাশাপাশি সংগ্রামের মাধ্যমে বিশ্বে সামরিক দিক থেকে অন্যতম শক্তিশালী পাকিস্থানী জালেমদের পরাজিত করেছিল। কালসাপের বন্ধন ছিন্ন করে ছিনিয়ে এনেছিল বিজয়। বিজয় আমাদের স্বাতন্ত্যতার, বিজয় আমাদের কৃষক-শ্রমিক-ক্ষেতমুজুর মেহনতী মানুষের অধিকার আদায়ের, বিজয় আমাদের মাতৃভূমির অধিকার রক্ষার, বিজয় আমাদের বাঙালি জাতীয়তার। আর দুর্ভাগ্যের এই কারণে যে, এই সময় এই দেশেরই কিছু সন্তান মীরজাফর, জগৎশেঠ ইত্যাদি কুখ্যাতদের ভূমিকার অবতীর্ণ হয়ে দেশমাতৃকার বিরোধিতা করে, পক্ষালম্বন করেছিল ভিনদেশি দজ্জালদের। এই সকল মীরজাফরের দল আমাদের দেশের যে ক্ষতি করেছে, তা কখনো ভুলবার নয়। ভুলে যেতে পারে সেই, যার চিন্তায় দেউলিয়াপনা, চেতনা ভূলুণ্ঠিত, যার মা-মাতৃভূমির প্রতি বিন্দুমাত্র সম্মানবোধ নেই, নেই কোনো ভালোবাসা, যে টাকার কাছে বেঁচে দিতে পারে তার মা'কেই; অন্যথায় কারো পক্ষে সম্ভব না। একাত্তরের ঘাতক-দালালের দল ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বরের আগ পর্যন্ত কী নৃশংস পন্থায় আমাদের নিরস্ত্র-নিরীহ জনগণের ওপর আগ্রাসন চালিয়েছিল তা কখনো ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ভয়াবহ এই স্মৃতি এতো তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে, ইতিহাস আমাদের কখনোই ক্ষমা করবে না, জাতি হিসেবে আমরা কখনোই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না; ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তের ঋণ, আড়াই লক্ষ ধর্ষিতনারীর বিচারের আকুতি আমাদেরকেই তো, চুকাতে হবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানাকারণে নানাসময়ে নৃশংস গণহত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে। বলা হয়ে থাকে, গণহত্যাযজ্ঞের শিকার যে কোন জনগোষ্ঠীই নাকি তাদের ক্ষয়ক্ষতি ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে মাঝে মাঝে অতিরঞ্জন করে থাকে। আমাদের বাঙলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের নয় মাসে পাকিস্থানী সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় বিকৃত মস্তিষ্কের অধিকারী ধর্ষকামী দালাল-দোসরদের (একাত্তরে যারা শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আলশামস্, ছাত্রসংঘ ইত্যাদি নামে একত্রিত হয়েছিল) দ্বারা সংগঠিত নরমেধযজ্ঞকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ

* **আবুজর আল গীফারি** : শৌখিন লেখক ও প্রাবন্ধিক।

মানবতাবাদিরা, প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবিরা, সাংবাদিকেরা '*মানবেতিহাসের জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ*', '*সাম্প্রতিককালের নিষ্ঠুরতম হত্যালীলা*' ইত্যাদি শব্দমালায় বর্ণনা করেছেন। এও বলেছেন, '*রক্তই যদি স্বাধীনতার মূল্য হয় তবে বা-ালি জাতিই স্বাধীনতার জন্য সর্বচ্চো রক্ত দিয়েছে।*' বস্তুত তাঁদের এই বর্ণনায়, বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নেই, নেই তেমন আবেগীয় ঝর্ণাধারা। মূলতঃ এই ধরণের বক্তব্যই বস্তুনিষ্ঠ। ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণার তেত্রিশতম বার্ষিকীতে জাতিসংঘ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। ওই রিপোর্টে বলা হয় যে, বিশ্বের ইতিহাসে যে সমস্ত গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে, তার মধ্যে স্বল্পতম সময়ে সর্বাধিক সংখ্যক হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে বা-লাদেশে, ১৯৭১ সালে। রিপোর্টে নিহতের সংখ্যা সর্বনিম্ন ১৫ লক্ষ বলে উল্লেখ করে বলা হয় যে, ৭১ সালের মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত দৈনিক গড়ে ৬ থেকে ১২ হাজার লোক নিহিত হয়েছেন। মানব জাতির ইতিহাসে গণহত্যাযজ্ঞের ঘটনাসমূহের মধ্যে দৈনিক গড় নিহতের সংখ্যায় এটি সর্বোচ্চ। তাই জোর দিয়েই বলা যায়, আমাদের দেশে স্বাধীনতা আদায়ের লড়াইয়ে ভিনদেশী সৈন্য ও এ দেশী ঘাতক-দালালদের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যার বর্ণনায় নেই কোন অতিরঞ্জন, নেই কল্পনার আবেগীয় বিলাপ।

বাঙলাদেশের জন্য এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, স্বাধীন বাঙলাদেশে এখন পর্যন্ত যতগুলি সরকার ঘটিত হয়েছে, এরা প্রত্যেকেই একাত্তরের ঘাতক-দালালদের পুনর্বাসনের জন্যে কোনাকোনভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে, করেনি এমনটা, এদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্যে। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর 'কথিত' মহানুভবতায় ঘাতক-দালালদের বিচার না করেই ক্ষমা করেছিলেন, জিয়াউর রহমান এদের রাজনীতিতে পুনর্বাসন করলেন। হোসেন মুহাম্মদ এরশাদ, বেগম খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা এখন একই নীতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছেন। জিয়াউর রহমান, এরশাদ সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা খারিজ করে দিয়ে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণা করলেন প্রতাপশালী ঘাতক-দালালদের সাথে সন্তুষ্ট করার জন্য, সৌদি রিয়ালে নিজের উদর পূর্তি করার জন্য। আমাদের দেশের সরকারগুলি প্রায়ই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখার কথা বলেন, সকলকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার কথা বলেন, অথচ ওনারা একাত্তরের ঘাতক-দালালদেরকে নির্বাচনে মনোনয়ন দিয়েছেন-দিচ্ছেন, সংসদ সদস্য বানিয়ে জাতীয়সংসদে ঠাই দিয়েছেন, কেউ কেউ এই সকল মীরজাফরদেরকে মন্ত্রীত্ব দিয়েছেন, আবার কেউ কেউ বিয়ের মাধ্যমে ঘাতকদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক পাতিয়েছেন। এজন্যই হয়তো বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. হুমায়ুন আজাদ বলেছিলেন, ''***বাঙালির বিবেক বড়ই সন্দেহজনক ....*** '' এবং '' ***একবার রাজাকার মানেই চিরকাল রাজাকার; কিন্তু একবার মুক্তিযোদ্ধা মানে চিরকাল মুক্তিযোদ্ধা নয়।*** '' রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নামধারী 'মুক্তিযোদ্ধা দাবিদার'দের আপোসকামীতা, অর্থের লোভ, পদস্খলন আমাদের ঠেলে দিয়েছে এক ভয়ানক অন্ধকূপে; আমরা হাতড়ে হাতড়ে মরছি। শহিদের আত্মীয়স্বজনেরা বিচারের দাবিতে রাস্তায় আন্দোলন করে চলছেন, রাজাকারেরা জাতীয় পতাকা লাগানো সরকারী গাড়ি হাঁকাচ্ছেন। নিয়তির কী নির্মম পরিহাস!!

শ্রদ্ধেয় পাঠক, এখনও সময় আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসীবাহিনীর সাথে জড়িতদের এখনও জার্মান-ইসরায়েল খোঁজে খোঁজে বের করে আদালতে হাজির করে চলছে, এদেরকে গণহত্যার সাথে প্রমাণ করা সম্ভব হলে সামাজিকভাবে বয়কট করা হচ্ছে। তাই আমরা মনে করি, '৭১ সালের নারীধর্ষক-গণহত্যাকারী রাজাকার-আলবদরদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর সুযোগ নষ্ট হয়ে যায় নি। তবে এর আগে আরেকবার এদের রাজনৈতিকভাবে পরাজিত করতে হবে। বয়কট করতে হবে ভোটের মাধ্যমে। আগামী ২০০৭সালের নির্বাচনে, আপনার এলাকার মনোনয়নপ্রত্যাশী যদি কোন একাত্তরের ধর্ষক-ঘাতক-দালাল-রাজাকার-আলবদর থেকে থাকে, তবে সে, যে দলেরই হোক না কেন, তাকে ভোট দিবেন না। ভোটযুদ্ধে তাকে অবশ্যই পরাজিত করতে হবে। আপনার এলাকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবাহী প্রার্থীকে ভোট দিন। তাকে জয়যুক্ত করুন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখতে হলে এর কোনো বিকল্প নেই। আমরা চাই না, স্বাধীনতার চিহ্নিত শত্রু, যুদ্ধাপরাধীদের পদচারণায় আমাদের পবিত্র জাতীয় সংসদ আর কলংকিত হোক, আমরা কেউই তা চাই না। আর যেসকল দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নবীন-তরুণ ভোটার, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি বলে আক্ষেপ করে থাকেন,

আপনাদের কাছে ২০০৭ সালের নির্বাচন একটি বড় সুযোগ। একাত্তরের চেতনার অভিযাত্রায় শরিক হয়ে, বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তা অক্ষুণ্ন রক্ষার জন্য, বাঙলার মাটিতে আপনার আত্মীয়স্বজনদের হত্যাকারী-নারীধর্ষক, একাত্তরের পরাজিত শত্রু- যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য ভোট দিন রাজাকারবিরোধীদের, জয়যুক্ত করুন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের প্রার্থীকে।

আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হলে আমরা অবশ্যই একাত্তরের মতো আবার স্বাধীনতার চিহ্নিত শত্রু, আমাদের মা-বোন ধর্ষণকারী রাজাকারদের পরাজিত করতে পারব, ওদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় পৌঁছানোর জন্য আমরা একপা একপা করে এগিয়ে যেতে পারব।

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿